

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরুর আহমদ খলীফাতুল মসীহ আল্ খামেস (আই.) গত ৯ই অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে যুক্তরাজ্যের টেলফোর্ডস্থ মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমু'আর খুতবায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নিবেদিতপ্রাণ দাস হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভরসার কতিপয় ঘটনা বর্ণনা করেন।

তাশাহুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হযরত আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তাওয়াক্কুল বা নির্ভরতার ঘটনাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লেখেন, ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাইল সাহেব (রা.) বর্ণনা করেছেন, চিকিৎসা সেবার ক্ষেত্রে হযরত (আ.)-এর একটি সুন্দর পদ্ধতি ছিল। তিনি কখনো কেবল এক ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতির ওপর নির্ভর করতেন না, বরং একই অসুস্থতায় তিনি এলোপ্যাথিক ঔষধও দিতেন, আবার ইউনানী ঔষধও প্রয়োগ করতেন, আবার কেউ যদি কোনো দরকারী বা উপকারী পরামর্শ দিত তিনি তাও মেনে চলতেন। এমনকি স্বপ্নে যদি কেউ কোনো উপায়ের সন্ধান পেত, কখনো কখনো সেটির ওপরও আমল করতেন। পাশাপাশি দোয়া তো চলতেই থাকত আর একই সাথে ডাক্তার ও কবিরাজদের পরামর্শও নিতেন। চিকিৎসা শাস্ত্রের বইপত্র থেকেও সাহায্য নিতেন। মোটকথা, তিনি চিকিৎসাকে একটি সমন্বিত রূপ দিতেন; কিন্তু তাঁর মূল নির্ভরতা ও বিশ্বাস সর্বদা মহান আল্লাহ্র সত্তাতেই থাকত।

নবী-রসূলগণ এবং সাধারণ মানুষের মানসিক অস্থিরতার মধ্যকার পার্থক্যের বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, “মানুষ হিসেবে কিছুটা চিন্তিত বা অস্থির হওয়া স্বাভাবিক এবং এটি মানব প্রকৃতিরই অংশ; সকল নবীও এর অন্তর্গত ছিলেন। যেমন বদরের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর মনেও এক প্রকার ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা তৈরি হয়েছিল। তবে সাধারণ মানুষ আর নবীদের মধ্যে মূল পার্থক্য হলো, সাধারণ মানুষের মতো নবীদের অস্থিরতায় কখনো কোনো হতাশা বা নিরাশা থাকে না। তাঁদের এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, আল্লাহ্ তা'লা কখনো তাঁদের ধ্বংস হতে দেবেন না।”

তিনি (আ.) আরও বলেন, “আমার নিজের অবস্থা হলো, আমাকে যদি জ্বলন্ত আগুনেও ফেলে দেওয়া হয়, তবুও আমার মনে এই ভাবনাই আসবে যে, আমি কখনোই ধ্বংস হব না। আগুন যেহেতু মানুষকে পুড়িয়ে ফেলে, তাই সাময়িক ভয় বা অস্থিরতা হওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু মনে এই আশাও থাকবে যে, এখনই হয়তো আকাশ থেকে ঐশী আওয়াজ আসবে, “হে আগুন! তুমি ইব্রাহীমের জন্য শীতল ও শান্তিদায়ক হয়ে যাও।”

হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আমাদেরকে প্রায়ই বলতেন, কেউ ধন-সম্পদ পেয়ে আনন্দিত হয়, কেউ অনেক সন্তান-সন্ততি পেয়ে খুশি হয়, আবার কেউ নিজের বিশাল জনবল ও অনুসারী দেখে গর্ববোধ করে। কিন্তু আমি এই ভেবে আনন্দে আত্মহারা যে, আমার খোদা হলেন সর্বশক্তিমান খোদা।

আল্লাহ্ তা'লার প্রতি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর তাওয়াক্কুল বা ভরসা এবং তাঁর সাথে আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহার কেমন ছিল, এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর একজন খাদেম হযরত হাফেয হামেদ আলী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, মিয়াঁ নজমুদ্দীন সাহেব ভেরতী লঙ্গরখানার ব্যবস্থাপক ছিলেন। একবার মিয়াঁ নজমুদ্দীন সাহেব হযরত সাহেবের সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন, লঙ্গরখানার প্রয়োজনীয় সামগ্রী যেমন আটা ইত্যাদি কেনার জন্য কিছু টাকা প্রদান করুন। “এই মুহূর্তে আমার কাছে কোনো টাকা নেই। যে আল্লাহ্র অতিথি এবং যাঁর জন্য এই লঙ্গরখানা, তিনি স্বয়ং এর ব্যবস্থা করবেন।” একথা শুনে মিয়াঁ নজমুদ্দীন ফিরে আসেন। কিছুক্ষণ পর ছিন্‌বস্ত্র পরিহিত এক ব্যক্তি হযরত সাহেব (আ.)-

এর সমীপে উপস্থিত হন। (বাড়ির) ভেতরে সংবাদ পাঠানো হয়। তিনি (আ.) বাইরে আসলে সে তাঁর হাতে কাপড়ের একটি পুঁটলি তুলে দেয়, যাতে টাকা বাঁধা ছিল এবং সে চলে যায়। হযরত সাহেব (আ.) যখন সেই গিট বা পুঁটলি খোলেন, (তখন দেখেন) তাতে যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ রয়েছে। হযরত সাহেব (আ.) ভেতর থেকে বাইরে এসে সেই ব্যক্তিকে ডেকে আনার এবং তার খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাকে (আর) পাওয়া যায় নি। হযরত সাহেব (আ.) মিয়াঁ নজমুদ্দীন সাহেবকে ডেকে এনে সেই টাকা তার হাতে তুলে দেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, প্রকৃত রিযিকদাতা হলেন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা। যে ব্যক্তি তাঁর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও ভরসা রাখে, সে কখনো রিযিক থেকে বঞ্চিত হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'লা সব দিক থেকে এবং অকল্পনীয়ভাবে তাঁর প্রতি নির্ভরশীল বান্দার জন্য রিযিকের ব্যবস্থা করে দেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যে আমার প্রতি বিশ্বাস ও ভরসা রাখে, আমি তার জন্য আকাশ থেকে অনুগ্রহরাজি বর্ষণ করি এবং তার পায়ের নিচ থেকে তা উদ্গত করি। অতএব, প্রত্যেকেরই উচিত একমাত্র মহান আল্লাহ্র প্রতি ভরসা রাখা।

তিনি (আ.) অন্যত্র বলেন, তাকওয়া বা খোদাভীতি এমন এক অমূল্য রত্ন, যা কেউ অর্জন করলে সে যেন পুরো পৃথিবীর সব নিয়ামত পেয়ে গেল। মনে রেখো, খোদাভীর ব্যক্তি কখনো কারও মুখাপেক্ষী হয় না; বরং সে এমন এক আত্মমর্যাদায় সমৃদ্ধ থাকে যে, তার চাওয়ার আগেই আল্লাহ্ তা'লা তা এনে হাজির করে দেন। আমি এক দিব্যদর্শনে (বা কাশফে) আল্লাহ্ তা'লাকে দেখেছি যে, তিনি আমার গলায় হাত দিয়ে পরম স্নেহভরা কণ্ঠে বলছেন, ‘জে তুঁ মেরা হো রে, সাব জাগ তেরা হোয়ে’ অর্থাৎ, তুমি যদি আমার হয়ে যাও, তাহলে এই পুরো জগৎ তোমার হয়ে যাবে। কাজেই, এটিই হলো সেই মহৌষধ বা সুপ্ত ব্যবস্থাপত্র, যা যুগে যুগে সকল নবী, ওলী এবং পুণ্যবান বান্দাগণ পরীক্ষা করে দেখেছেন। অথচ নির্বোধ মানুষেরা এটিকে বাদ দিয়ে ভেষজ লতাপাতা আর গাছের মূলের সন্ধানে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ায়। তারা যদি এই একই পরিশ্রম গাছের মূল সৃষ্টিকারীকে পাবার জন্য করত, তাহলে তাদের মনের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়ে যেত।

এরপর হযূর (আই.) হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আল্লাহ্র প্রতি নির্ভরতার আরেকটি ঘটনা উপস্থাপন করেন। পাদ্রী আবদুল্লাহ্ আখমের জন্য ১৫ মাসের মধ্যে ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। যখন ১৫ মাসের মেয়াদ শেষ হয়ে আসছিল, তখন কোনো কোনো সুহৃদ ও পরম অনুরাগী কেঁদে কেঁদে দোয়া করছিলেন যেন আত্ম মারা যায়। কিন্তু হযূর (আ.) তাঁদের এই আচরণ খুবই অপছন্দ করেন এবং বলেন, “আল্লাহ্র বাণীর সত্যতা ও মর্যাদার বিষয়ে আল্লাহ্র চেয়ে বেশি অনুভূতি ও অকৃত্রিম ভালোবাসা আর কারও থাকতে পারে কী?” তিনি (আ.) আরও বলেন, “যখন তোমরা আল্লাহ্র পাঠানো প্রেরিত পুরুষকে স্বীকার করে নিয়েছ, তখন উচিত তাঁর সিদ্ধান্তের সাথে মজবুতভাবে যুক্ত থাকা।” আবদুল্লাহ্ আখমের সাথে বিতর্ক চলাকালে এক পর্যায়ে কিছু জটিল প্রশ্ন সামনে আসে, যেগুলোর উত্তর কতেক বন্ধুর কাছে কঠিন মনে হচ্ছিল। তাদের ধারণা ছিল, এ সম্পর্কে পরামর্শ করা প্রয়োজন। তাই প্রয়োজনীয় কিছু রেফারেন্স ও তথ্য খুঁজে বের করে তা হযূর (আ.)-এর সমীপে পেশ করে নিবেদন করা হয়, হযূর! আগামীকালের বিতর্কের প্রস্তুতি ও উত্তরের জন্য কি কিছুটা পরামর্শ করা যায়? হযূর (আ.) মৃদু হেসে বলেন, “আপনাদের দোয়াই যথেষ্ট।”

হযরত মিয়াঁ বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এ বিষয়ে লেখেন, নবীগণ অধিকাংশ বিষয়েই পরামর্শ করে থাকেন এবং তাঁদের চেয়ে বেশি পরামর্শ আর কেউ গ্রহণ করেন না। তবে এমন কিছু বিশেষ মুহূর্ত আসে যখন বাহ্যিক সব মাধ্যম পরিহার করে তারা কেবল সরাসরি আল্লাহ্র সাহায্যের ওপরই নির্ভর করতে ভালোবাসেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যখন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম’-এর আরবী অংশ রচনা করছিলেন, তখন তিনি দুই পৃষ্ঠার একটি বড়ো পাণ্ডুলিপি হযরত হাকীম মৌলভী নূর উদ্দীন সাহেব (রা.)-র হাতে দেন, যেন তা হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব শিয়ালকোট (রা.)-র কাছে ফার্সি অনুবাদের জন্য

পৌছে দেওয়া হয়। এটি এমন এক উচ্চাঙ্গের রচনা ছিল যার ভাষাগত অলঙ্কার ও সাবলীলতায় হযরত মসীহ মওউদ (আ.) স্বয়ং খুবই আনন্দিত ছিলেন যে, আল্লাহ তা'লা চমৎকার একটি বিষয় ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু দুর্ঘটনাবশতঃ হযরত মৌলভী নূর উদ্দীন সাহেব (রা.)-র কাছ থেকে সেই দুই পৃষ্ঠার লেখাটি কোথাও হারিয়ে যায়। হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব শিয়ালকোট (রা.) যখন পৃষ্ঠাগুলো চান, তখন মৌলভী নূর উদ্দীন সাহেবের মুখ ভয়ে ও দুঃখে ফ্যাকাশে হয়ে যায়। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তা আর পাওয়া যায় নি। হযূর (আ.)-কে বিষয়টি জানানো হলে তিনি যথারীতি হাসিমুখে বাইরে আসেন। রাগ করা তো দূরের কথা, তিনি উল্টো নিজের পক্ষ থেকেই দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, পাণ্ডুলিপিটি হারিয়ে যাওয়ায় মৌলভী সাহেব অহেতুক কষ্ট পাচ্ছেন ও চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। মৌলভী সাহেবের এই কষ্টের জন্য আমার খুব খারাপ লাগছে। তারপর বলেন, আমার তো এমন গভীর বিশ্বাস রয়েছে যে, আল্লাহ তা'লা তাঁর অশেষ অনুগ্রহে এই হারিয়ে যাওয়া কাগজের চেয়ে আরও উত্তম বিষয় লেখার তৌফিক দেবেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, যে ব্যক্তি ইসলামের সেবা ও খিদমত নিঃস্বার্থভাবে, দরবেশী ও স্বল্পভুষ্টির সাথে করে, সে নিজেই এক জীবন্ত নিদর্শনে পরিণত হয়। আর যে ব্যক্তি বাহ্যিক লোক দেখানো আয়োজন ও শক্তির ওপর নির্ভর করে কাজ করে, তাতে সেই প্রকৃত আনন্দ পাওয়া যায় না; কারণ তাতে আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুলের পূর্ণ স্বাদ থাকে না। অথচ যখন পুরোপুরি আল্লাহর প্রতি ভরসা রেখে কাজ করা হয়, তখন আল্লাহর বিশেষ সাহায্য আসে আর এসব বিষয় একমাত্র আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়।

তিনি (আ.) আরও বলেন, মূলত তাওয়াক্কুলই এমন এক শক্তি যা মানুষকে প্রকৃত সাফল্য এনে দেয়। আল্লাহ তা'লা বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ভরসা রাখে, আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। তবে শর্ত হলো, তাকে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে তাওয়াক্কুলের প্রকৃত মর্ম বুঝে সততার সাথে পদক্ষেপ নিতে হবে এবং পরম ধৈর্য ও দৃঢ়তার পরিচয় দিতে হবে। কোনো রকম দুঃখ-কষ্ট বা প্রতিকূলতায় ভয় পেয়ে পিছপা হওয়া যাবে না।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, আমি বেশ কয়েকবার শুনেছি, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যখন ভূমিকম্পের এলহামের কারণে বাগানে গিয়েছিলেন তখন একদিন তিনি হযরত আশ্মাজানের সাথে কথা বলার সময় বলেন, টাকা একেবারেই নেই। আমি মনে মনে ভাবলাম, কিছু বন্ধুর কাছ থেকে ঋণ নেই। এরপর তিনি মসজিদে গিয়ে নামায পড়ে যখন ফেরত আসেন তখন তিনি একটি পুঁটলি বের করেন এবং বলেন, আমি যখন নামাযের জন্য বাইরে যাই তখন একজন ছিন্ত্রবস্ত্র পরিহিত দরিদ্র ব্যক্তি এই পুঁটলি আমার পকেটে রেখে দেয় আর যেহেতু এটি একটু ভারী ছিল তাই আমি মনে করি, এর মধ্যে পয়সা ইত্যাদি হবে, কিন্তু আমি বাড়িতে এসে এই পুঁটলিটিকে খুলে দেখি, এতে অনেক টাকা রয়েছে যার পরিমাণ প্রায় চার পাঁচশ'র কাছকাছি। তিনি (আ.) বলেন, যদি আমি ঋণ নিতাম তাহলে এটি তাওয়াক্কুলের বিপরীত হতো। এদিকে আমাদের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে আর ঐদিকে আল্লাহ তা'লা এমন এক মাধ্যমে আমাদের কাছে অর্থ পৌছে দিয়েছেন যার চিন্তাও আমাদের মনে ছিল না।

খুতবার শেষদিকে হযূর আনোয়ার (আই.) দোয়া করে বলেন, আল্লাহ তা'লা এই পার্থিবপূজারী মানুষদের হিদায়াত ও সুবুদ্ধি দিন, যেন তারা মহান আল্লাহর দিকে ফিরে আসে এবং নিজেদের উভয় জগতকে সুসজ্জিত করতে পারে। আর আমরা যারা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে মান্য করেছি, আল্লাহ যেন আমাদের ঈমান ও বিশ্বাসকে আরও সুদৃঢ় করেন এবং আমরা যেন দোয়ার পাশাপাশি তাওয়াক্কুলের সর্বোচ্চ মান অর্জন করতে সক্ষম হই এবং এতে ক্রমাগত উন্নতি লাভ করতে থাকি। (আমীন)

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ 'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org-এ]

(সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)